



Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-VII, Issue-II, October 2018, Page No. 121-128

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

শ্রীপাট ভরতপুরের প্রতিষ্ঠায় শ্রীচৈতন্য পার্শ্বদ গদাধর পণ্ডিতের ভূমিকা দীপঙ্কর ঘোষ

গবেষক, ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম

Abstract

Shri Gadadhar Pandit was one of the important associates of Shri Chaitanya Deva. He had been the 'beloved Gadadhar' of Mahaprabhu since his very childhood. He was one of the important figures of Panchatattva. He, after the demise of Mahaprabhu too breathed his last. His nephew Nayananda established a Shripaat which was popularly known as 'Gadadhar-Nayananda Shripaat'. Besides that the Maya-krishna and Shri Gopinath given by Gadadhar Prabhu were founded. This Shripaat bears huge importance and significance to the Vaishnava community. A Geeta written by Shri Gadadhar Prabhu still exists. Even they use to worship according to the Vaishnava philosophy. Though there are some differences with Gauriya philosophy, which is an important issue of research also. Moreover, this Shripaat has taken an important role in establishing the Gour-Gadadhar community based Gadadhar-theory.

Keywords: Gadadhar Prabhu, Shri Nayananda, Bharatpu Shripaat, Gopinath and Meya Krishna, service and Lokachar.

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে প্রধান তত্ত্বগুলির (শ্রীরাধা তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব, গোপী তত্ত্ব, সাধ্যসাধন তত্ত্ব, প্রেমবিলাস বিবর্ত তত্ত্ব) অন্যতম প্রধান তত্ত্ব অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। এই তত্ত্বে নবদ্বীপলীলায় হয়েছে গৌর-গদাধর তত্ত্ব।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।

অনন্যে বিলাস রস আস্বাদন করি।'

এক আত্মা দুটি দেহ ধরে দুই রস আস্বাদন করছেন। গৌর সুন্দর আস্বাদন করছেন মধুর রসের, গদাধর পণ্ডিত দাস্য রস। তবে গদাধর তত্ত্বে একটু যেন পার্থক্য রয়েছে তা হল, শ্রীগদাধর পণ্ডিত ব্রজলীলার শ্রীমতী রাধারাগী। শ্রীমতীর নিজের বলে কিছু অবশিষ্ট ছিল না। কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্য, নন্দসুতের কিসে সুখ হবে সেই ভাবনায় তিনি দিনাতিপাত করতেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত ছিলেন ব্রজলীলার রাধারাগী। শ্রীগদাধর পণ্ডিত অকৃতদার ছিলেন শুধুমাত্র শ্রীগৌরান্দ্র সেবায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে এই আশঙ্কায়। শ্রীগৌরান্দ্র সুখ ব্যতীত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আর কোন বাঞ্ছা ছিল না। যেমনটা শ্রীমতী রাধারাগীর ছিল।

মহাজন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গদাধর অপূর্ণ রাধারাগী। শ্রীকৃষ্ণের অংশ শ্রীগৌরসুন্দর। তাহলে রাধাকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীগৌর-গদাধর অভেদ। আবার অভেদের মাঝে ভেদ হল দুটি দেহ আলাদা।

শ্রীগৌরান্ধপ্রভু রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে তিনবাঞ্ছা আস্থাদন করছেন আর গদাধরপ্রভু গৌরসুন্দরের সেবার দ্বারা সখ্য বা দাস্য রসের আস্থাদন করেছেন। যে বিষয়টি বিষ্মুপ্রিয়া ছাড়া চৈতন্যপার্শ্বদদের মধ্যে একমাত্র গদাধর প্রভু জানতেন। সেজন্য গদাধরের অপকটলীলা পর্যন্ত গৌর গদাধর তত্ত্ব নাম নিয়ে বৈষ্ণব সমাজে ও দর্শনে একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

শ্রীগদাধর প্রভুর বংশপরিচয় সম্পর্কে তেমন বেশি প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। বিভিন্ন বৈষ্ণব সাধক কবির পদ ও বিভিন্ন জনশ্রুতি অনুযায়ী শ্রীশ্রী গদাধর প্রভুর জীবনের কাহিনি জানা যায়। তিনি ছিলেন কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণ। পিতা মাধব মিশ্র ও মাতা রত্না দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র গদাধর প্রভু আজীবন অকৃতদার ও ক্ষেত্র সন্ন্যাস থাকায় তাঁর ভাই শ্রীবাণীনাথ গোস্বামী সংসারী হন। মহাপ্রভুর অপকটের এগার (১১) মাস পরে ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে (১৪৫৬ শকাব্দ) জ্যেষ্ঠ অমাবস্যায় শ্রীগদাধর প্রভু অপকট হন পুরীধামে। যদিও তাঁর অপকট নিয়ে অনেক মতান্তর আছে।

বিদ্যারত্ন শ্রী পঞ্চগনন মুখোপাধ্যায় প্রণীত শ্রীল শ্রীশ্রী গদাধর গোস্বামীর জীবনী, অপচলিত পত্রিকা থেকে জানা যায়, শ্রী গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্রের সুররাজ নামক এক জনৈক ক্ষত্রিয় শিষ্য বাস করতেন ভরতপুরে। তিনি গুরু মাধব মিশ্রকে স্বগ্রামে বাস করার অভিপ্রায় জানালে মাধব মিশ্র গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করতে অসম্মত হলে সুররাজ গদাধর পণ্ডিত ও বাণীনাথকে ভরতপুর গ্রামে নিয়ে আসেন। তখন তাঁরা সুররাজের সাহায্যে শ্রীশ্রী রাধাগোপীনাথ জিউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বাণীনাথ এই অধিকার নিয়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভরতপুরে বাস করতে থাকেন। গদাধর পণ্ডিত ফিরে যান নবদ্বীপ।^২ তবে গদাধর প্রভুও ভরতপুরে মাঝে মাঝে আসতেন। বৈষ্ণব সমাজে খুব জনপ্রিয় পণ্ডিত ও সাধক শ্রীহরিদাস দাস তাঁর বিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ‘শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ বা শ্রীপাট বিবরণী’তে বলেছেন সুররাজ নামক এক জনৈক ধনী শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে নিজস্থান ভরতপুরে আনেন বেলেটি থেকে। গদাধর প্রভুকে এনে শ্রীগোপীনাথের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সুররাজের প্রার্থনীয় শ্রীগদাধর প্রভু ভ্রাতৃপুত্র নয়নানন্দকে শ্রীগোপীনাথ সেবা প্রদান করেন। শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুরের পুত্রের নাম শ্রীবল্লভ। এঁর বংশধরগণ ভরতপুরের সেবায়িত গোস্বামী।

‘শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান’ গ্রন্থে কয়েকটি লোক প্রাবাদের উল্লেখ করে বলেছেন যে গদাধর পণ্ডিত তাঁর দ্বাদশ (১২) বছর পর্যন্ত বেলেটি গ্রামে এবং ত্রয়োদশ বছর (১৩) বয়সে বিদ্যাশিক্ষা লাভের জন্য নদীয়ায় মাতুলালয়ে আসেন। তিনি আরও উল্লেখ করে বলেছেন যে কারো কারো মতে গদাধর প্রভুকে বেলেটি গ্রাম থেকে ভরতপুরে আনেন কান্দীপুরের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি সুররাজ।^৩

ভরতপুরে গোস্বামী বংশ বাংলার কুলজীর ইতিহাসকে আদিশুর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ এর মধ্যে একজন। উদয়ন আচার্য থেকে আধীনন্ত একুশ পুরুষ (২১) মাধবাচার্য (মাধব মিশ্র)। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের পিতা। তিনি চক্রশালের জমিদার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সমাধ্যায়ী ও প্রগাঢ় বন্ধু ছিলেন। মাধব মিশ্রের দুই পুত্র গদাধর প্রভু ও বাণীনাথ। বাণীনাথ গোস্বামীর দুই পুত্র। নয়নানন্দ ও ধ্রুবানন্দ (শিবানন্দ)। তবে গদাধর প্রভুর পালিত পুত্র ছিলেন হৃদয়চৈতন্য বা হৃদয়ানন্দ। গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য।

‘পূর্বে শ্রীহৃদয়ানন্দ নাম সবে জানে।

নিরন্তর প্রভু সেবা করে সাবধানে।।

হৃদয়চৈতন্য নাম হৈল যেন মতে।

যেছে পণ্ডিতের কৃপা কহি সংক্ষেপেতে।।^৪ (৩৯০, ৩৯১)

‘শ্রীশ্রী ভক্তিরত্নাকর’ গ্রন্থে ৭ম তরঙ্গের পঞ্চম স্তবকে কথাসার ও ৭ম স্তবকে ৩৮৯-৪৪৮ পয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে যে গদাধর প্রভুর পালিত পুত্র হৃদয়ানন্দ। “শ্রীল পণ্ডিত গদাধর হৃদয়ানন্দকে বাল্যাবধি পালন করিয়া

শ্রীগৌরীদাসের হস্তে অর্পণ করেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত হৃদয়ানন্দকে দীক্ষা প্রদান করেন।^৫ শ্রীহৃদয়ানন্দের হৃদয়-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রবেশ করতে দেখে শ্রীগৌরী-দাস তাঁর নাম রাখেন শ্রীহৃদয়চৈতন্য।

“হৃদয়ের প্রতি কহে- “তুই ধন্য ধন্য।
আজি হৈতে তোর নাম -হৃদয়চৈতন্য।।”^৬ (৪৪৩)

ভরতপুর শ্রীপাটের বর্তমান প্রজন্ম শ্রী জ্যোতির্ময় গোস্বামীর মতে আদিশূর আনিত পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজন ভরতপুরের গোস্বামীরা। এই আদিশূরের জনৈক আত্মীয় সেসময় ভরতপুর নবাবের অধীন কর্মরত ছিলেন। তিনি পদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্র গোস্বামীর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। মাধব মিশ্র পূর্বে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমার বেলেটি গ্রামে বসবাস করলে পরে শিক্ষালাভের জন্য শ্রী মাধব গোস্বামী নবদ্বীপের অতিসম্মিকটে চম্পকহাটি বা চাঁপাহাটি বা চম্পাহাটি আসেন। দুই পুত্রের মধ্যে পুত্র গদাধর প্রভু পুরীধামে ক্ষেত্রসন্ন্যাস নিলে অপর পুত্র বাণীনাথ ভরতপুরে বসবাস শুরু করেন। বর্তমান প্রজন্ম শ্রী বাণীনাথ মিশ্রের বংশধর।

ভরতপুর বৈষ্ণবদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্রীপাট। এটি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্থানের সাথে রেল পথ ও সড়ক পথে যোগাযোগ। শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন থেকে আজিমগঞ্জ শাখার সালার স্টেশনে নামতে হয়। শিয়ালদহ থেকে সালার স্টেশনের দূরত্ব ১৬৮ কি.মি. এবং হাওড়া থেকে ১৬৫ কি.মি.। বর্ধমান থেকে কাটোয়া হয়ে সালার আসা যায়। কাটোয়া থেকে সালার ১৭ কি.মি.। সালার থেকে কান্দি বা বহরমপুরগামী বাসে ১৫ কি.মি ভরতপুর বাজার। সেখান থেকে হাঁটাপথে গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দের শ্রীপাট, যা ‘গোঁসাইবাড়ি’ বা ‘গোস্বামীবাড়ি’ নামে প্রসিদ্ধ। এটি ভরতপুর গ্রামের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এছাড়া বোলপুর-বহরমপুর ভায়া কান্দি, বর্ধমান-বহরমপুর, কাটোয়া-কান্দি, কাটোয়া-বহরমপুর ভায়া সালার, কান্দি -সালার বাসে শ্রীপাট ভরতপুর এ আসা যায়। তবে বহরমপুর থেকে বাস পথে দূরত্ব ৪৫ কি.মি .এবং কান্দি থেকে বাস পথে ১৫ কি.মি .শ্রীপাট ভরতপুর। ত্রিভুজিগুণাকর গোস্বামী সম্পাদিত ‘শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীনবদ্বীপ-ধাম- মাহাত্ম্য’ গ্রন্থে ভরতপুরের বিবরণ আছে।

কথিত আছে মহাপ্রভু কাটোয়ায় কেশব ভারতীর আশ্রমে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করে রাঢ়দেশ পদব্রজে ভ্রমণ করে পবিত্র করেন। তিনি বক্রেশ্বরে তীর্থ গমনও করেছিলেন। তাঁর সাথে প্রিয় সখা গদাধরও ছিলেন সহচর হিসাবে। জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে মহাপ্রভু নিজে শ্রী নিত্যানন্দ, শ্রী গদাধর, শ্রী কেশব ভারতী, শ্রী গোবিন্দ। শ্রী মুকুন্দ এঁদের সাথে ভরতপুরে পদার্থ করতেন। তবে শ্রী নিত্যানন্দ দাস রচিত ‘প্রেম বিলাস’ গ্রন্থে দ্বাবিংশ বিলাস এ ভরতপুর শ্রীপাট এর বিবরণ আছে।

‘পণ্ডিত গোস্বামীর প্রভুর অপ্রকট সময়।
নয়নানন্দে ডাকি এই কথা কয় ॥
মোর গলদেশে থাকিত এই কৃষ্ণমূর্তি।
সেবন কহি সদা করি অতিপ্রীতি ॥
তোমারে অররইলা এই গোপীনাথের সেবা।
ভক্তিভাবে সেবিবে না পূজিবে অন্য দেবী দেবা ॥
স্বহস্ত লিখিত এই গীতা তোমায় দিলা।
মহাপ্রভু এক শ্লোক ইহাতে লিখিলা ॥
ভক্তিভাবে ইহা তুমি করিবে পূজন।
এত কহি পণ্ডিত গোস্বামীর হৈলা অন্তর্দান ॥
দেখি শ্রীনয়ন গোস্বামীর বহু খেদ কৈলা।
প্রভু ইচ্ছামতে তবে সুস্থির হইলা ॥

- - - - -
নয়ন, পণ্ডিত গোসাঞির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করি।
রাঢ়দেশে ভরতপুর করিলেন বাড়ী।^১

ক্রান্তপুত্র নয়নানন্দকে গদাধর প্রভু পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। তিনি নয়নানন্দকে দীক্ষা দেন। তাঁকে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠে উৎসাহিত করতেন। গদাধর প্রভুর কথামতো তিনিও ভাগবত পাঠে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। নয়নানন্দ ভাগবতবেত্তা। নীলাচলে মহাপ্রভু অপ্রকট হলে তার কিছুদিন পরে গদাধর প্রভুও অন্তর্দান করেন। গদাধর পণ্ডিতের নির্দেশে তিনি সংসারী হয়েছিলেন। এমনকি খেতুরীর বৈষ্ণব উৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন। কবি কর্ণপুরের ‘গৌরগণোদ্দেশদীপিকা’ য় ব্রজলীলায় নিত্যমঞ্জরী রূপে খ্যাত। তবে ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’এ ‘মিশ্রনয়ন’ নামে উল্লেখিত তিনি। গদাধর প্রভু অপ্রকট হলে তিনি গৌড়দেশে গমন করেন, অর্থাৎ ভরতপুরে আসেন। অন্তর্দান হবার কিছু পূর্বে গদাধর প্রভু তাঁর গলদেশে সর্বদা বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ তাঁকে প্রদান করে প্রতিষ্ঠা ও সেবা করার নির্দেশ দেন। এই বিগ্রহ ‘মেয় কৃষ্ণ’ (মেয় বলতে এখানে অনন্তকে নিজের জ্ঞানের মধ্যে,

‘গৌরাস্তের অতি প্রিয় গদাধর হয়।
রাধার প্রকাশ মূর্তি এই মহাশয়।।
গলদেশে তিহঁ রাখে কৃষ্ণের মেয় মূর্তি।
সতত সেবায় তারে মনে পাইয়া প্রীতি।।’ (২২)^২

কষ্টি পাথরে তৈরি ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণ মূর্তিটি ৬ ইঞ্চি উচ্চতার এই সুদর্শন মূর্তিটি বেণুবাদনরত ত্রিভঙ্গ স্তিমিতহাস্যময়। গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ, উজ্জ্বল। সেই সময় থেকে আজও ভরতপুর শ্রীপাট এ বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন মেনে নিত্য পূজিত হয়ে আসছেন। গদাধর পণ্ডিত ও নয়নানন্দ পণ্ডিত সেবিত শ্রীরাধা গোপীনাথ বিগ্রহ ভরতপুরের মন্দিরের অন্যতম প্রধান বিগ্রহ। মোট তিনটি সারিতে বিগ্রহগুলি অবস্থিত। সিংহাসনে অবস্থিত একেবারে পিছনের সারিতে সমস্ত বিগ্রহের একেবারে ডানদিকে শ্রীকৃষ্ণভাবাত্মক বেণুধর শ্রীগৌরমূর্তি। ধাতু নির্মিত ত্রিভঙ্গি রূপে। অনন্য সুন্দর বেণুধর গৌর বিগ্রহের ঠিক বামে ‘মেয় কৃষ্ণ’। গদাধর প্রভুর গলায় থাকা ‘মেয় কৃষ্ণ’। বেশি উচ্চতা যুক্ত নয়। শ্যাম উজ্জ্বল বর্ণের। কষ্টি পাথরের নির্মিত এই বিগ্রহও ত্রিভঙ্গ স্তিমিতহাস্যময় বেণুধর। ৬ ইঞ্চি সুদর্শন এই বিগ্রহটি চিত্তাকর্ষক। সর্বদা পুষ্পশয্যায় সজ্জিত। এই বিগ্রহের নিচের দুপাশে দুটি স্ত্রী মূর্তি আছে। খুবই ছোট, অতি মনোরম। গোস্বামী পরিবার ও ভক্তের ভাবনয়নে এই স্ত্রী মূর্তি দুটি শ্রীরাধারাঠাকুরাণী ও যুথেশ্বরী ললিতাজী বা ললিতা ও বিশাখা স্বরূপে প্রতিভাত।^৩ মেয় কৃষ্ণের বামে বিরাজমান শ্রীগোপীনাথ। এই বিগ্রহ ত্রিভঙ্গ বেণুধর। বংশীধারী শ্রীগোপীনাথের সামনে পদ্মাসনে বিরাজমান শালগ্রাম বিষ্ণুচক্র। নিয়ম ও পরম্পরা মেনে গোপীনাথের বামে শ্রীরাধারাণী মূর্তি। ১০ ইঞ্চি উচ্চতার এই মূর্তি অষ্টধাতু দ্বারা নির্মিত। মেয় কৃষ্ণ মূর্তির থেকে সামান্য বেশি উচ্চতা সম্পন্ন। এই বিগ্রহ এই পরিবারের পুরুষ বা সেবাইত পুরোহিত স্পর্শ করতে পারেন, মহিলারা নয়। সিংহাসনের মাঝের সারিতে ৭টি শালগ্রাম মূর্তি ছোট থেকে বড় ক্রমানুসারে অবস্থিত। তবে দূর থেকে দেখলে আকারের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়না। কিন্তু প্রতিটির আকৃতিগত পার্থক্য আছে। এগুলিও বহু প্রাচীন। সেই সময় থেকে পূজিত। তবে সিংহাসনের একেবারে সামনের শালগ্রাম মূর্তির মতো ৬ টি গোপাল ঠাকুর ছোট থেকে বড়) আকারগত (ক্রমাগত অবস্থান করে আছেন। সর্বদা পুষ্প দ্বারা আবৃত থাকায় আকারগত পার্থক্য বোঝা যায় না। প্রায় সবকটি বিগ্রহ গদাধর প্রভু ও নয়নানন্দ ঠাকুর সেবিত। তাই জাগ্রত এই বিগ্রহ দর্শনে পুণ্যলাভের আশায় শত শত ভক্ত প্রায়ই এসে ভিড় জমান মন্দিরে।

মন্দিরের বিগ্রহের সাথে পূজিত হয় স্বহস্তে গদাধর প্রভু লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতগীতা। একালেও সেই ধারা বর্তমান। তবে নিরাপত্তার কারণে গীতাটি অত্যন্ত নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে রাখা হয়। নিত্য পূজা, সেবা ও আরতির সময় শ্রীরাধাগোপীনাথের বিগ্রহের সাথে সিংহাসনে রেখে পূজা করা হয়। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রী মহাপ্রভু স্বহস্তলিখিত ১টি শ্লোক আছে। যা আজও বর্তমান। তবে গ্রন্থের সন্মুখের পাতাটির লেখাগুলি প্রায় মুছে গেছে। সম্ভবত ভক্তদের মস্তকের

স্পর্শে। গীতার পুথিটি প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা, এবং চওড়া ৪ ইঞ্চি আর মোটা ১ ইঞ্চি। গ্রন্থটির ৪৩ টি পৃষ্ঠা বর্তমান। শোনা যায় অনেক পৃষ্ঠা ছিল। কালের বিবর্তনে, ভক্তদের আবদার, সঠিক সংরক্ষণ না করার জন্য অনেক পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন তা সংরক্ষিত। তবে মহাপ্রভু লিখিত শ্লোকটি বোঝা যায়। প্রায় সমস্ত জীবনীকারগণ ও পদকর্তারা বলেছেন তৎকালীন সময়ে গদাধর প্রভুর মতো ভাগবত বিষয়ে পণ্ডিত খুব কম ছিলেন। মহাপ্রভু ভাবে তন্ময় হয়ে যেতেন গদাধর প্রভুর মুখ থেকে ভাগবত শ্রবণ করে। তাই গদাধর পণ্ডিত গীতার একটি অনুলিপি লিখে তা সানন্দে মহাপ্রভুকে দেখালে মহাপ্রভুও ভাবে বিভোর হয়ে তৎক্ষণাৎ গ্রন্থের পুথিতে একটি শ্লোক লিখে দিয়েছিলেন। শ্লোকটি এইরূপ-

‘ষট্শতানি সবিংশানি শ্লোকানামাহ কেশবঃ।
অর্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিধঃ সঞ্জয়ঃ
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়ামানমুচ্যতে।।’

অর্থাৎ সমুদয় গীতামধ্যে কেশব বা শ্রীকৃষ্ণ কথিত শ্লোক ৬২০, অর্জুন কথিত ৫৭, সঞ্জয়ের ৬৭ ও ধৃতরাষ্ট্রের ১ টি শ্লোক আছে।^{১০}

এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে গীতার মোট সংখ্যার মান নির্ণয় করা হয়েছে। শ্লোকটি মহাভারতের ভীষ্মপর্ব, ৪৩ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক। তাহলে গীতাতে মোট শ্লোক থাকার কথা (৬২০ + ৫৭ + ৬৭ + ১) = ৭৪৫ কিন্তু বিষ্ণুয়ের বিষয় বর্তমানে যে সমস্ত প্রচলিত গীতা পাওয়া যায় তাতে শ্লোকের সংখ্যা ৭০০। ৪৫ টি কম। এতে শ্রীকৃষ্ণ কথিত ৫৭৫, অর্জুন কথিত ৮৪, সঞ্জয় কথিত ৪০ এবং ধৃতরাষ্ট্র কথিত শ্লোক ১। মোট (৫৭৫+৮৪+৪০+১) = ৭০০টি। স্বামী জগদানন্দ (সম্পাদিত) ‘শ্রীমদ্ভগবদগীতা’ য় এ বিষয়ে বিশদে বাখ্যা করেছেন। তিনি বর্তমান গীতায় শ্লোকের সংখ্যা ও শ্রীপাট ভরতপুরে রক্ষিত শ্রীগদাধর প্রভুর স্বহস্তে লিখিত গীতায় শ্লোকের সংখ্যা পার্থক্য দেখিয়েছেন।^{১১}

বৈষ্ণব সমাজ ও বৈষ্ণব সাহিত্যের পাঠকদের কাছে অত্যন্ত খুশির খবর শ্রীপাট ভরতপুরে রক্ষিত গীতার পুথিটি সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং তা অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে। ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং শ্রী প্রণব আচার্য ও শ্রী জ্যোতির্ময় গোস্বামী রচিত ‘শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রী পাট ভরতপুর’ গ্রন্থানুসারে জানা যায় ভারত সরকারের INTACH, ICI, OACC বিভাগের পূর্বাঞ্চল শাখা State Museum Premise, Bhubaneswar, Orissa থেকে সংরক্ষণের কাজ করা হয়েছে ২০০৪ সালে। এই বিভাগ থেকে শ্রীমতী মৈত্র ও শ্রী বিষ্ণু প্রসাদ নায়ক এবং সকল সেবাইত ভক্তগণের প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুসংরক্ষিত করা হয়েছে। তবে এই কাজে সাহায্য করেছেন ভক্ত চার্লস। তবে নিরাপত্তার কারণে গ্রন্থটি সর্বদা বাইরে রাখা থাকেনা। তবে ভক্তদের অনুরোধে গোপন কক্ষ থেকে প্রকাশ্যে আনা হয় কিন্তু মন্দিরের বাইরে আনা হয় না। গীতাটি একটি শক্ত কাঠ দ্বারা নির্মিত, কাঁচ দ্বারা আবৃত বাস্তর মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে। পাতাগুলি আত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ল্যামিনেশন করা হয়েছে। বাস্ত্র চাষি থাকায় বাস্ত্রটি খোলা হয় না। কাঁচের ভিতরের অংশ দেখতে হয়। তবে প্রাচীন পরম্পরা মেনে ভক্তরা গীতাটি মাথায় ঠেকাতে চাইলে কাঁচের বাস্ত্রটি ঠেকানো হয়। ভক্তগণ এতেই খুশি। এই পরম্পরা বরানগর পাঠবাড়ি, ঝামটপুরেও বর্তমান। ছবি তোলা ও স্পর্শ করা যায়। কিন্তু দেনুড় এ রাখা গদাধর প্রভু লিখিত আরও একটি ভাগবত এর অংশে মহাপ্রভুর স্বহস্তে সংশোধন করা আছে। তবে ওই কাঁচের বাস্ত্রটি ভক্তদের দেখতে দেওয়া হয়, ছবি ও স্পর্শ করতে দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তবে শ্রীপাট ভরতপুরে রক্ষিত গীতাটি মহিলারা কোন ভাবেই স্পর্শ করতে পারেন না। এমনকি মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নেই তাদের। পুরোহিত বা গোস্বামী বংশের পুরুষগণ স্নান করে কাচা কাপড় পরিধান করে তবেই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন এবং অতি পবিত্র এই গ্রন্থটি স্বহস্তে অনুভব করতে পারেন।

বৈষ্ণবদের আচার আচরণ, ধর্ম দর্শন মেনে শ্রীপাট ভরতপুরে শ্রীগদাধর প্রভু ও নয়নানন্দ ঠাকুর কর্তৃক সেবিত বিগ্রহের নিত্য ভাবে সেবা হয়। এই সেবাও মহিলারা করতে পারেন না। তাঁরা কেবল বিগ্রহের জন্য ভোগ রন্ধন

করতে পারেন। প্রসাদ পাবেন সবাই। সেবার কাজটি করেন পুরোহিত। এই পুরোহিত গদাধর বংশের না হতেও পারেন। তবে এখন দায়িত্বপাশ্চ সেবাইত পুরোহিত সুধীর কুমার অধিকারী।

তিনি প্রত্যহ বৈষ্ণব রীতি অনুযায়ী নিত্য সেবা করে থাকেন। মাননীয় প্রণব আচার্য্য ও জ্যোতির্ময় গোস্বামীর রচিত গ্রন্থ ‘শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রী পাট ভরতপুর’ ও ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গেছে—

জাগরণ: প্রত্যহ সকাল ৮ ঘটিকায় বিগ্রহের জাগরণ হয়। তবে এটা শীত কালে। গ্রীষ্মকালে একটু আগে। তবে তা কখনোই ৮ ঘটিকার পরে নয়। সমস্ত বিগ্রহের পরপর জাগরণ হয়। পুরোহিত করে থাকেন। তবে কোনো কারণে তিনি অনুপস্থিত থাকলে এই বংশের গোঁসাইরা করে থাকেন।

স্নান: বিগ্রহের জাগরণের পর বিগ্রহগুলিকে স্নান করানো হয়। প্রথমে শ্রীরাধারাণীর স্নান, তারপর যথাক্রমে শ্রীশালগ্রামশিলা, শ্রীগোপাল, শ্রীগৌরাজ ও শ্রীমেয়কৃষ্ণ। পরিশেষে শ্রীগোপীনাথ। তবে মহিলারা কোনভাবেই বিগ্রহ স্পর্শ করতে পারবেন না। পুরোহিত বা গোস্বামী বংশের কোন পুরুষ।

বাল্যভোগ: স্নানের পরে বিগ্রহের প্রতি বাল্যভোগ নিবেদন করা হয়। এটি পুরোহিত করে থাকেন। তবে মহিলারা এই ভোগ রন্ধন করতে পারেন মাত্র। তবে সকালে বিগ্রহগুলি মন্দিরের দক্ষিণমুখী করে অবস্থান করেন। তবে বিশেষত কার্তিক মাসে বাল্যভোগের আগে আরতি হয়। আরতি পর্ব শেষ হলে বাল্যভোগ দেওয়া হয়।

এই সময় থেকে মন্দির ভক্তদের জন্য খোলা থাকে। শুদ্ধ, পরিষ্কার বসন পরিধান করে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। তবে ভক্তদের জন্য এমন নিয়ম নেই। একথা ঠিক যে পুরোহিত এবং গোস্বামী বাড়ির পুরুষরা ছাড়া মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই।

অন্নভোগ: দুপুর বারোটা নাগাদ বা তার কিছুক্ষণ পর বিগ্রহের অন্নভোগ দেওয়া হয়। এই অন্নভোগ প্রধান মন্দিরে হয় না, পাশে পৃথক ভোগ মন্দির আছে। সেখানে অন্নভোগ নিবেদন করা হয়। এই সময় কোন ভক্ত প্রবেশ করতে পারেন না। মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। বৈষ্ণব রীতি মেনে প্রত্যহ ভোগ প্রদান। নিরামিষ অন্নভোগ। প্রায় চার কেজি) ছয় সের (আতপ চালের অন্ন, শাক, দুটি ভাজা ডাল, যে কোন দুটি ব্যঞ্জন, টক ও পায়স ভোগ নিবেদন করা হয়। জ্যোতির্ময় গোস্বামী, তন্ময় গোস্বামী কাছ থেকে জানা গেছে যে সজনে ডাটা, ফুলকপি, টমেটো, বাঁধাকপি, আলু ভাজা ইত্যাদি সবজি ভোগ দেওয়া হয়।

এর পর বিগ্রহের শয়ান হয়।

শীতল: বিকালে বিগ্রহের জাগরণ হয়। এরপর শীতল দেওয়া হয়। সন্ধ্যা আরতির পর পুনরায় ভোগ নিবেদন করা হয়। সাড়ে সাতটা)৭টা ৩০ মিনিট (নাগাদ রাত্রিকালীন ভোগ প্রদান। এরপর বিগ্রহগুলির শয়ান হয়।

মন্দিরের বিবরণ: প্রধান মন্দিরটি অনেক প্রাচীন। তবে তা মেরামত করা হয়েছে। এটি একতলা ঘর বিশিষ্ট। এই মন্দিরের দুটি দিক থেকে বিগ্রহ দর্শন করা যায়। দুপুরে ভোগের আগে বিগ্রহগুলি দক্ষিণ দিকে থাকে। ভোগের জন্য নির্দিষ্ট একটি কক্ষ আছে। সেখানে ভোগ প্রদান করা হয়। এখানে একটি নাট মন্দির আছে। এটি ১৯৯২ সালে নির্মিত। কিরণনাথ দাস নামে ISKON এক শিষ্যের উদ্যোগে অপূর্ব সুন্দর এই নাট মন্দিরটি স্থাপিত হয়। অর্থ সাহায্য করছেন ভক্তিবাদান্ত স্বামী চ্যারিটি ট্রাস্ট, শ্রীধাম, মায়াপুর, নদীয়া। নাট মন্দিরের গায়ে অপূর্ব কারুকার্যময়। ময়ূর, লতাপাতার অপূর্ব এক চিত্র। তবে প্রধান মন্দিরের বাইরের দেওয়ালেও অসাধারণ কিছু কারুকার্য করা হয়েছে। একটি বৃক্ষতলে একটি গাভী দণ্ডায়মান।

উৎসব: এই শ্রীপাটে প্রধান ও অপ্রধান মিলে অনেক উৎসব পালিত হয় গভীর নিষ্ঠা সহকারে। প্রধান প্রধান উৎসবগুলি—

গদাধর প্রভুর জন্মতিথি: ভরতপুর শ্রীপাটের প্রধান উৎসব গদাধর প্রভুর আবির্ভাব তিথি। বৈশাখের অমাবস্যা তিথিতে এই অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিন ধরে অত্যন্ত ধুমধামের সাথে এই উৎসব হয়ে থাকে। দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর ভক্তের আগমন ঘটে। কলকাতায় মহানাম অঙ্গনেও একই সাথে পালিত হয় গদাধর প্রভুর জন্মতিথি। গদাধর সম্প্রদায়ের মানুষেরা ও পরম ভক্ত বৈষ্ণবরা এই দিনে ভরতপুর শ্রীপাটে আসেন। প্রত্যহ সন্ধ্যারতির পর বৈশাখী কীর্তন হয়। প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন পদ গাওয়া হয়ে থাকে তেওট তালে।

জন্মাষ্টমী: শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী খুব জাঁকজমকের সঙ্গে প্রতি বছর পালিত হয় শ্রীপাট ভরতপুরে। সারা দিন ধরে ভক্তরা নাম-সংকীর্তন করে থাকেন একাগ্র চিত্তে। মন্দিরে প্রসাদ পান ভক্তরা। সেদিন বৈষ্ণবদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের দিন। ভক্তি কীর্তন, কৃষ্ণের একশো আট শতনাম ও হরিনাম করে ভক্তরা এই দিনটি উদ্‌যাপন করেন সানন্দে।

শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি: ভরতপুর শ্রীপাটের অন্যতম প্রধান উৎসব শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি। এই তিথিতে দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এই শ্রীপাটে। এটি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। তবে সবচেয়ে বিশেষ আকর্ষণ বিগ্রহ সহযোগে নগর পরিক্রমা। দোল পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যা আরতির পর ভক্তি সহকারে শ্রীগৌরান্দ্রপ্রভু, একটি গোপাল ও একটি শালগ্রাম শিলা বিগ্রহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে পরিক্রমা করা হয়। সেদিন বহু ভক্ত ও গ্রামের অনেক মানুষ শোভাযাত্রায় যোগদান করে পুণ্য অর্জন করেন। এই সময় ‘ন্যাড়াপোড়া’ হয়। চলতি ভাষায় চাঁচর। তার পর দিন সকাল থেকে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতারা রঙ ও আবির সহযোগে দোল খেলে। তবে বিগ্রহের পায়ের কাছে আবির দেওয়া হয়। তবে এইদিন ভোগারতির পূর্ব পর্যন্ত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের স্বহস্তলিখিত পুথিটি সমস্ত ভক্তদের দর্শন করানো হয়। ভক্তরা পুথিটি পরম যত্নে ও ভক্তিভরে কপালে স্পর্শ করেন।

এছাড়া রাখাষ্টমী, রাস উৎসব পালিত হয়। নিত্য সেবা, পূজা পাঠ ও আরতি হয়ে থাকে প্রত্যহ পরম্পরা মেনে। তবে প্রত্যহ নাট মন্দিরে গদাধর প্রভুর বংশধর গোস্বামীবৃন্দ, সেবাইতবৃন্দ ও ভক্তবৃন্দ সহযোগে অত্যন্ত ভক্তি ও নিষ্ঠা সহযোগে নাম সংকীর্তন হয়ে থাকে। এরপর বিগ্রহের আরতি। শেষে ভোগ নিবেদন।

এই উৎসবগুলি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয়। আজও গৌর গদাই সম্প্রদায়ের কাছে এই উৎসবগুলি বিশেষ গুরুত্বের। মন্দিরের পূজার্চনা, বিগ্রহকে ভোগপ্রদান পরম্পরা মেনে হয়ে আসছে। বৈষ্ণবসাধকদের কাছে এটা এখন অন্যতম প্রধান শ্রীপাট। দীর্ঘকাল ধরে বংশ পরম্পরায় এখানে পূজারতি, ভাগবত পাঠ, শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্তন হয়ে আসছে। গীতাপাঠ প্রায় হয়ে থাকে। উৎসবের দিনগুলিতে সমস্ত দিবস ধরে নাম-গান হয়ে থাকে। বহু দূর থেকে আগত দর্শনার্থীদের থাকা ও প্রসাদ পাবার সুব্যবস্থা আছে। সেদিন ভক্তরা বিশেষ শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে সংকীর্তন করে থাকে। তবে এটাও খুব গুরুত্বের বিষয় যে গৌর গদাই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের জীবন যাপন ও আচার সংস্কার পদ্ধতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বৈষ্ণবদের জীবন প্রণালীর কিছুটা অমিল দেখা যায়। এদের নিজস্ব জীবন যাপন, সংস্কার, আচার প্রণালীও একটু আলাদা। তবে সামান্য। শ্রীগদাধর প্রভু নিজে আজীবন অকৃতদার থাকায় মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হল এখানে কোন গদাধর প্রভুর বিগ্রহ নেই। তাঁর স্বহস্ত লিখিত গীতাটি পূজিত হয়, তিনি নন। তবে নয়নানন্দের লিখিত গদাধর প্রভুকে নিয়ে লেখা পদগুলি গীত সহযোগে পরিবেশিত হলেও শ্রীগদাধর প্রভু নিত্য পূজিত হন না। এর ব্যাখ্যাটি বড় অদ্ভুত। বর্তমান বংশধরদের মতে তাঁরা পরম্পরা মেনে আসছেন। যেহেতু গদাধর প্রভু নিজে শ্রীরাধা গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন তাই তাঁর বিগ্রহ রাখা হয়নি। শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুরও নাকি শ্রীগদাধর প্রভুর বিগ্রহের কথা বলেনি, বরং প্রভুর ‘মেয় কৃষ্ণ’ পরম সমাদরে পূজিত হয়। শ্রীগদাধর প্রভুর ভরতপুর শ্রীপাটে শ্রীগদাধর প্রভুর প্রতি উপেক্ষা বড়ই দুঃখজনক, কিন্তু মেনে নিতে হয়। ফলে বাংলায় বৈষ্ণব চর্চায় গদাধর প্রভুর গুরুত্ব কমে আসছে। অথচ তাঁর গুরুত্ব কোনভাবে অস্বীকার করা যায় নয়। বেশ কিছু সহৃদয় ব্যক্তির জন্য বাংলায় বৈষ্ণব সমাজে গদাধর প্রভু

চর্চা আছে। এই গবেষণা প্রবন্ধে গদাধর পণ্ডিতের অবদান স্বীকার করে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি গুরুত্ব ও ভূমিকা সকলের কাছে প্রকাশ করা।

তথ্যপঞ্জি:

- ১। চৈতন্যচরিতামৃত। আদি লীলা ,চতুর্থ পরিচ্ছেদ।
- ২। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীপাট ভরতপুর। প্রণব আচার্য ,জ্যোতির্ময় গোস্বামী। শ্রীপাট ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ। ২০১১। পৃষ্ঠা ৬
- ৩। শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান। শ্রীহরিদাস দাস। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব তীর্থ বা শ্রীপাট বিবরণী। শ্রীধাম নবদ্বীপ, শ্রীহরিবোল কুটীর। দ্বিতীয় সংস্করণ। ৫০১ শ্রীগৌরান্দ।
- ৪। ‘শ্রীশ্রী ভক্তিরত্নাকর। নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর। “শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর”, গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা। ২০১৫। পঞ্চম সংস্করণ। পৃষ্ঠা ৩৮৭।
- ৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭৫।
- ৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮৯।
- ৭। প্রেম বিলাস। নিত্যানন্দ দাস। গোস্বামী ড. বিজন (সম্পাদিত)। প্রেম- বিলাস, মহেশ, কলকাতা। ১৯৯৯। মহেশ প্রথম সংস্করণ। পৃষ্ঠা ২১৭।
- ৮। পৃষ্ঠা
- ৯। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীপাট ভরতপুর। প্রণব আচার্য ,জ্যোতির্ময় গোস্বামী। শ্রীপাট ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ। ২০১১। পৃষ্ঠা ৮
- ১০। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ বা শ্রীপাট বিবরণী। শ্রীহরিদাস দাস। শ্রীধাম নবদ্বীপ, শ্রীহরিবোল কুটীর। দ্বিতীয় সংস্করণ। ৫০১ শ্রীগৌরান্দ। পৃষ্ঠা ১১০।
- ১১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। স্বামী জগদানন্দ, উদ্‌বোধন, কলিকাতা। ১৯৮৫। অষ্টাদশ সংস্করণ।